কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ ... কলাম ... ২ ...

বন্ধ হচ্ছে পাহাড়ের ২২৮ বিদ্যালয়

- প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি
- সাড়ে পাঁচ হাজার শিশুর শিক্ষা অনিশ্চিত

মনু ইসলাম, বান্দরবান ▷

প্রকল্প মেয়াদ না বাড়ানোর কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার মোট ২২৮টি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিশুর শিক্ষা অধিকার অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সূত্র জানায়, বান্দরবানের ৮৩টি বিদ্যালয়ে ঘর নির্মাণে ব্যয় হয় ২৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। কিন্তু পাঁচ বছরমেয়াদি এই প্রকল্প নবায়ন বা বিদ্যালয় চালু রাখার কোনো উদ্যোগ ছাড়াই এ বছরের ২৯ জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। এটি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (সিএইচটিডিএফ) পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রকল্প।

এদিকে বিদ্যালয়গুলোর ভাগ্য নির্ধারণে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি একাধিক বৈঠক করেও সমস্যা সমাধান করতে পারেনি।

এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উ শৈ সিং কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকার এর আগে দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছে। কিন্তু সে সময়ে উদ্যোগ না নেওয়ায় এখন একত্রে ২২৮টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর পরও বিদ্যালয়গুলোকে সরকারিকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। তা না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় এগুলো চালু রাখা হবে।'

ইউএনডিপি পরিচালিত সিএইচটিডিএফ কর্মসূচি সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম যেসব এলাকায় বিদ্যালয় নেই, সেখানে তা স্থাপনের জন্য প্রকল্পটি শুরু হয়। বিগত ২০১০ সালের ১ জুলাই থেকে বান্দরবানের রুমা, রোয়াংছড়ি, থানচি এবং আলীকদম উপজেলায় ৮৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় আরো ১৩৫টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বান্দরবান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুল আজম বলেন, '২০১০ সালে চার হাজার ৮৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৮৩টি বিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিশ্বখাদ্য সংস্থার সহায়তায় উচ্চ প্রোটিনযুক্ত বিস্কুট সরবরাহ করায় সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে ঝরে পড়ার হারও ছিল প্রায় শূন্যের কোটায়।'

তিনি জানান, বিগত ২০১৪ সালে ওই ৮৩টি বিদ্যালয় থেকে ১৬৯ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ভালো ফলাফল করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় ১৬২ জন। কিন্তু প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা বর্ষের শেষ প্রান্তে এসে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠেয় পিএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দুই শতাধিক পরীক্ষার্থী এখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এতে তাদের অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। খুব শিগগিরই বিদ্যালয়গুলো চালু রাখার বিষয়ে কোনো সুরাহা না হলে ঝরে পড়া ছাড়া সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর সামনে আর কোনো পথ থাকবে না। এ অবস্থায় বেকার হয়ে যেতে হবে বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত আড়াই শতাধিক শিক্ষককেও।

এ ব্যাপারে ইউএনডিপি পরিচালিত সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের বান্দরবান জেলা ব্যবস্থাপক খুশি রায় ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা বলেন, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নিজস্ব তহবিলে চলতি বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলো সচল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।'